ইউনিট 2

বাণিজ্যিক ব্যাংক ও এর প্রদত্ত্ব সেবাসমূহ

ভূমিকা

এক পক্ষের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করা এবং অন্য পক্ষকে ঋণ দেওয়ার মধ্য দিয়েই ব্যাংক ব্যবস্থার সূচনা হলেও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ও মক্কেলদের বহুমুখী অর্থনৈতিক চাহিদার কারণেই ব্যাংকের কার্যক্রম বর্তমানে অনেক বিস্তৃত হয়েছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো শুধুমাত্র আমানত সংগ্রহ ও ঋণ বিতরণই করে না, বরং বিভিন্ন ধরনের প্রতিনিধিত্বমূলক ও জনকল্যাণমূলক কাজ করে থাকে। যেমন, মক্কেলের প্রতিনিধি হিসাবে অর্থ আদায় ও পাওনা পরিশোধ করে, সিকিউরিটি, শেয়ার ইত্যাদি কেনা-বেচা করে, মক্কেলের অবলেখক হিসাবে কাজ করে, মক্কেলের অর্থ ও সম্পদের নিরাপদ সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করে, ইত্যাদি। বাণিজ্যিক ব্যাংক অনেক জনকল্যাণমূলক কাজও করে, যেমন- মক্কেলের সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে, মক্কেলের ব্যবসা বাণিজ্যে পরামর্শ দেয়, তার অর্থ একস্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করে, বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এল.সি. বা প্রত্যয়ন পত্র ইস্যু করে ইত্যাদি। এই বহুমুখী সেবামূলক কাজের জন্য বর্তমান সমাজে ব্যাংক একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠানও বটে। শুধু মুনাফা অর্জনই নয়, দেশের শিল্প ও অর্থনীতিতে বিভিন্ন সেবা প্রদানের মাধ্যমে বাণিজ্যি ব্যাংক তার সামাজিক দায়িত্ব পালন করে আসছে। তাই বলা যায়, একটি দেশের সামগ্রীক ব্যাংক ব্যবস্থা কতটা দক্ষ ও সুসংগঠিত তার উপরে সেদেশের সামগ্রীক অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভরশীল। এই ইউনিট থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিভিন্ন ধরনের হিসাবসমূহ এবং কার্যাবলী সম্পর্কে বিষদভাবে জানতে পারবেন। এবার আসুন এ ইউনিটের আওতায় পাঠগুলো শেষ করি এবং বিষয়গুলো জেনেনিই।

পাঠ- ১ ব্যাংক হিসাব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ☞ ব্যাংক হিসাবের সংজ্ঞা বলতে পারবেন
- ☞ বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক হিসাবের বিবরণ তুলে ধরতে পারবেন
- ☞ চলতি আমনতের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন
- ☞ সঞ্চয়ী হিসাবের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো বর্ণনা করতে পারবেন
- ☞ স্থায়ী হিসাবের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন

ব্যাংক হিসাব কাকে বলে

বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কাজ হলো জনগণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করা। ব্যাংক জনগণের অর্থ যে পদ্ধতির মাধ্যমে হিসাব খুলে জমা করে তাকে 'ব্যাংক হিসাব' বলে। আমানতকারীরা টাকা জমা দিলে তা তার হিসাবে যোগ করা হয় এবং টাকা তুলে নিলে হিসাব থেকে বাদ দেওয়া হয়। আমানতকারীর হিসাবে টাকা যোগ করাকে ক্রেডিট করা বলে এবং বিয়োগ করাকে ডেবিট করা বলে। এছাড়াও আমানতকারীর উদ্বৃত্ত টাকার লাভও তার হিসাবে জমা করা হয় এবং ব্যাংক কোন কমিশন পাওয়ার অধিকারী হলে হিসাব থেকে তা বাদ দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থায় আমানতকারীরা যখন ইচ্ছা তার হিসাবে চেক, ড্রাফ্ট্ বা নগদ অর্থ জমা দিতে পারে অথবা চেক কেটে টাকা উত্তোলন করতে পারে।

অধ্যাপক হার্ডসনের মতে ব্যাংক যে হিসাবের মাধ্যমে গ্রাহকের সাথে লেনদেন করে তাকে ব্যাংক হিসাব বলে। সবশেষে বলা যায় যে, ব্যাংক হিসাব বলতে আমানতকারীর নামে ব্যাংকে রক্ষিত হিসাবকে বুঝায় যার মাধ্যমে ব্যাংক মক্কেলের টাকা আমানত হিসাবে গ্রহণ করে এবং উঠানোর সুযোগ দেয়।

বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক হিসাব

বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন কারণে ব্যাংকে টাকা জমা রাখে। জনগণের এই বহুমুখী চাহিদা পূরণের জন্য ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের হিসাব খোলার ব্যবস্থা করে। কারণ, কেবলমাত্র একজাতীয় হিসাবের মাধ্যমে জনগণের সব চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। নিচে বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক হিসাব বর্ণনা করা হলো:

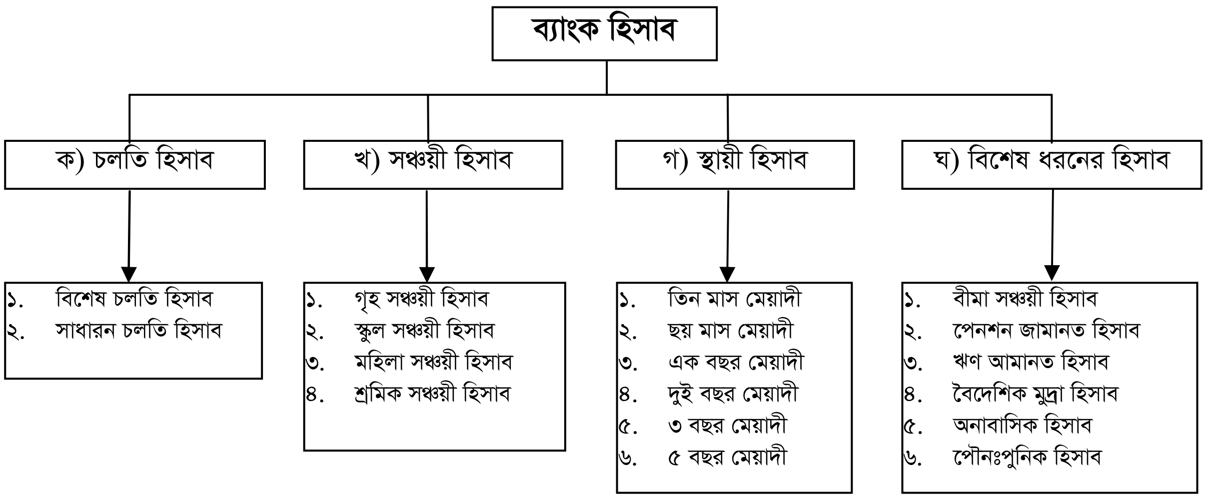

ক) চলতি হিসাব

যে হিসাবের মাধ্যমে আমানতকারীকে চাওয়ামাত্র তার আমানতের টাকা পরিশোধ করা হয় তাকে চলতি হিসাব বলে। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা দিয়ে এই হিসাব খুলতে হয় এবং আমানতকারীরা ব্যাংক চলাকালীন সময়ে যতবার খুশি চেক কেটে তার আমানতের টাকা উত্তোলন করতে পারে। সাধারণত নগদ টাকার লেনদেনকারী ব্যক্তি, ব্যবসায়ী, প্রতিষ্ঠান ও শিল্পপতির জন্য চলতি হিসাব বেশি উপযোগী। চলতি হিসাব দুই ধরনের হয়ে থাকে। যথা ঃ

১. **সাধারণ চলতি হিসাব:** সাধারণ চলতি হিসাব বলতে প্রচলিত চলতি হিসাবকেই বোঝায়। অর্থাৎ যে হিসাবের মাধ্যমে আমানতকারীরা ব্যাংক খোলা থাকা কালীন সময়ে যতবার খুশি চেক কেটে টাকা উত্তোলন করতে পারে তাকে সাধারণ চলতি হিসাব বলে। সাধারণত ব্যবসায়ীরা এই হিসাব খুলে থাকে এবং নগদ টাকা লেনদেনের ঝুঁকি না নিয়ে চেকের মাধ্যমে লেনদেন করে। এ হিসাবে টাকা রাখলে ব্যাংক আমানতকারীকে কোন সুদ প্রদান করে না।

২. **বিশেষ চলতি হিসাব:** এ ধরনের হিসাবে আমানতকারী এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, একটা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে সে টাকা তুলবে না। যদি নির্দিষ্ট সময়ের আগে আমানতকারী টাকা তুলে নেয় তাহলে তাকে কোন মুনাফা দেওয়া হয় না বরং আমানতকারীর কাছ থেকেই কিছু চার্জ আদায় করা হয়।

খ) সঞ্চয়ী হিসাব

সাধারণত নির্দিষ্ট এবং স্থির আয়ের লোকজন সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে ব্যাংকে যে হিসাব খোলে তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলা হয়। ব্যাংক সঞ্চয়ী হিসাবের উপর স্বল্পহারে সুদ প্রদান করে। ব্যাংক চলাকালীন সময়ে যতবার খুশি এই হিসাবে টাকা জমা দেওয়া যায়। কিন্তু সপ্তাহে দুইবারের বেশি টাকা তোলা যায় না। তবে অনেকক্ষেত্রেই আজকাল ব্যাংক নিয়মটির ব্যতিক্রম করে। সঞ্চয়ী হিসাব বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমনঃ

১. **গৃহ সঞ্চয়ী হিসাব:** ব্যাংক যে সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে জনগণকে ঘরে বসে অর্থ সঞ্চয়ের সুবিধা দেয় তাকে গৃহ সঞ্চয়ী হিসাব বলে। সাধারণত দরিদ্র ও অশিক্ষিত জনগোষ্ঠির মধ্যে সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি করার জন্য এ ধরনের হিসাব পরিচালনা করা হয়।

২. **স্কুল সঞ্চয়ী হিসাব:** ব্যাংক যে সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের অর্থ সঞ্চয়ে উৎসাহিত করে এবং ব্যাংকিং সুবিধা দেয় তাকে স্কুল সঞ্চয়ী হিসাব বলে।

৩. **মহিলা সঞ্চয়ী হিসাব:** ব্যাংক যে সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে শুধুমাত্র মহিলাদের ব্যাংকিং সুবিধা দিয়ে থাকে তাকে মহিলা সঞ্চয়ী হিসাব বলে। সাধারণ সঞ্চয়ী হিসাবের মতোই এই হিসাব পরিচালিত হয় এবং সাধারণত মহিলা দ্বারা এ ধরনের হিসাব পরিচালনা করা হয়।

৪. **শ্রমিক সঞ্চয়ী হিসাব:** ব্যাংক যে সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে শ্রমিক জনগোষ্ঠির সঞ্চয় প্রবণতা বাড়ায় ও সঞ্চয় সংগ্রহ করে তাকে শ্রমিক সঞ্চয়ী হিসাব বলে। সাধারণত দেশের বড় বড় শিল্প এলাকাগুলোতে ব্যাংক এই হিসাব পরিচালনা করে।

গ) স্থায়ী হিসাব

আমানতকারীরা ব্যাংকের যে হিসাবে এক সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আমানত হিসাবে জমা দেয় এবং ঐ নির্দিষ্ট সময়ের আগে না উঠানোর জন্য অঙ্গীকার করে তাকে স্থায়ী হিসাব বলে। কমপক্ষে তিন বছর থেকে সর্বোচ্চ পাঁচ বছর মেয়াদে এই হিসাব খোলা হয়। এ হিসাবের উপর সবচেয়ে বেশি হারে সুদ পাওয়া যায়। সুদ পরিত্যাগ করে এ হিসাবের অর্থও নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে উত্তোলন করা যায়।

ঘ) বিশেষ ধরনের হিসাব

বিশেষ ধরনের ব্যাংক হিসাবগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

১. **বীমা সঞ্চয়ী হিসাব:** জনগণ ব্যাংকের যে সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে সঞ্চয়ী হিসাবের সকল সুবিধাসহ বাড়তি সুবিধা হিসাবে জীবন বীমা করতে পারে ঐ ব্যাংক হিসাবকে বীমা সঞ্চয়ী হিসাব বলে।

২. **পেনশন জামানত হিসাব:** ব্যাংক যে হিসাবের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য জমা করে মেয়াদ শেষে এককালীন বা কিস্তিতে আমানতকৃত অর্থ তোলার দিয়ে থাকে পেনশন সঞ্চয়ী হিসাব বা ডিপিএস (ডিপোজিট পেনশন স্কিম) বলে। মানুষকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করার জন্যই এ হিসাবের প্রচলন করা হয়েছে।

৩. **ঋণ আমানত হিসাব:** ব্যাংক কোন মক্কেলের নামে ঋণ মঞ্জুর করলে ঋণের অর্থ তাকে নগদে না দিয়ে তার নামে একটি হিসাব (Account) খুলে ঐ হিসাবে আমানত হিসাবে জমা করে। এই হিসাবকে ঋণ আমানত হিসাব বলে।

৪. **বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব:** বিদেশে অবস্থানরত দেশীয় নাগরিকগণ যে হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রা আমানত হিসাবে জমা করে তাকে বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব বলে। এই হিসাব বিদেশী মুদ্রায় পরিচালিত হয়।

৫. **অনাবাসিক হিসাব:** দেশীয় নাগরিক বিদেশে অবস্থানকালে দেশের কোন ব্যাংকের শাখায় যে সঞ্চয়ী বা স্থায়ী হিসাব খোলে তাকে অনাবাসিক হিসাব বলে। এ হিসাব দেশীয় মুদ্রায় পরিচালিত হয়।

৬. **পৌনঃপুনিক হিসাব:** ব্যাংকের যে হিসাবে (Account) একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কোন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য আমানত রাখা হয়, তাকে পৌনঃপুনিক হিসাব বলে। এ হিসাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় একত্রিত করে ভবিষ্যতে একসঙ্গে বিরাট অংকের অর্থ উত্তোলন করা যায়। এ হিসাব হলো সঞ্চয়ী হিসাব এবং মেয়াদী হিসাবের একটি সম্মিলিত রূপ।

চলতি আমানত হিসাবের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ

সুবিধাসমূহ

১. ব্যাংক চলাকালীন সময়ে এই হিসাব হতে যতবার খুশি টাকা তোলা যায়।
২. অনেক সময় এই হিসাবের কিছু মুনাফাও দেওয়া হয়।
৩. এই হিসাবের মাধ্যমে নগদ টাকা লেনদেনের ঝুঁকি কমানো যায়। কারণ, আমানতকারী চেকের মাধ্যমে দেনা পরিশোধ করতে পারে।
৪. এই হিসাব মক্কেলদের বিনা খরচে খুলতে দেওয়া হয়।
৫. এই হিসাব থেকে জমাতিরিক্ত ঋণ নেওয়া যায়।
৬. এই হিসাবে অন্য কোন ব্যাংকের চেক, বিল ইত্যাদি জমা দিয়ে আমানতকারী অর্থ সংগ্রহ করতে পারে।
৭. এই হিসাবের মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেনও করা যায়।

অসুবিধাসমূহ

১. একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা দিয়ে এই হিসাব খুলতে হয়।
২. একটা নির্দিষ্ট ন্যূনতম পরিমাণ টাকা সবসময়ই হিসাবে রাখতে হয়।
৩. এই হিসাব বিশেষ কিছু ক্ষেত্র ছাড়া কোন প্রকার সুদ দেয় না।
৪. সমাজের সকল মানুষের জন্য এই হিসাব সুবিধাজনক নয়।

সঞ্চয়ী হিসাবের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ

সুবিধাসমূহ

১. অল্প টাকা জমা দিয়ে সঞ্চয়ী হিসাব খোলা যায়।
২. এই হিসাবে সর্বাধিক ১০ লক্ষ্য টাকা পর্যন্ড় জমা উপরে সুদ দেওয়া হয়। এর বেশি জমা করলে তার উপরে কোন সুদ দেওয়া হয় না।
৩. ব্যাংক খোলা থাকা অবস্থায় যতবার খুশি টাকা জমা দেওয়া যায়।
৪. চেক কেটে টাকা উত্তোলন করা যায়।
৫. উদ্বৃত্ত টাকার উপরে সুদ দেওয়া হয়। উল্লেখ্য সর্বোচ্চ জমার অতিরিক্ত টাকার উপরে সুদ দেওয়া হয় না।

অসুবিধাসমূহ

১. একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা না দিয়ে হিসাব খোলা যায় না।
২. এই হিসাবে সবসময় একটি নির্দিষ্ট ন্যূনতম পরিমাণ অর্থ জমা রাখতে হয়।
৩. হিসাব খুলতে বিভিন্ন ধরনের জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন - ব্যাংকের অতীত কোন হিসাবধারী সনাক্তকরণ সংগ্রহ করতে হয়, বিভিন্ন ধরনের দলিলপত্র জমা দিতে হয় ইত্যাদি।
৪. সপ্তাহে দুই বারের বেশি টাকা তোলা যায় না।
৫. এই হিসাবের মাধ্যমে কোন প্রকার ঋণের সুবিধা দেওয়া হয় না।
৬. একবারে বেশি পরিমাণে টাকা তুলতে গেলে ব্যাংককে ৭ দিন আগে নোটিশ দিতে হয়।
৭. একজন ব্যক্তি কোন একটি শাখায় কেবলমাত্র একটাই সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে পারে।
৮. এই হিসাবে প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট হারে আবগারী শুল্ক (excise duty) কেটে রাখা হয়।
৯. এই হিসাবে প্রাপ্ত মুনাফা থেকে বাংলাদেশে ১০% হারে উৎসে কর কর্তন করা হয়।

স্থায়ী হিসাবের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ

সুবিধাসমূহ

১. একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অর্থ জমা রেখে এই হিসাব খুলতে হয়। ফলে বাধ্যতামূলকভাবে আমানতকারীর সঞ্চয় সৃষ্টি হয়।
২. মেয়াদের পরিমাণ যত বেশি হয় সুদের হারও তত বেশি হয়।
৩. সর্বোচ্চ মেয়াদ পার হওয়ার পরও আমানত জমা রাখলে জমাকৃত অর্থের উপরে সর্বোচ্চ সুদের হারের চেয়েও বেশি হারে সুদ দেওয়া হয়।
৪. মেয়াদ শেষে সুদসহ আমানতের মোট অর্থ পুনঃরায় নির্দিষ্ট মেয়াদে আমানত রাখা যায়।

অসুবিধাসমূহ

১. সব ধরনের লোকের পক্ষে এই হিসাব খোলা সম্ভব হয় না।
২. এই হিসাব খুলতে কমপক্ষে ১০০০ টাকা জমা দিতে হয়।
৩. হিসাব খোলার সময় একবারেই সম্পূর্ণ টাকা জমা দিতে হয়।
৪. মেয়াদ শেষে চুক্তি নবায়ন না করলে কোন সুদ পাওয়া যায় না।
৫. স্থায়ী হিসাবের মোট মুনাফা থেকে একটি নির্দিষ্ট হারে সরকারী লেভী (levy) হিসাবে কেটে রাখা হয়।
৬. মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে টাকা উত্তোলন করা যায় না।

পাঠ সংক্ষেপ: ২.১

- ব্যাংক জনগণের অর্থ যে পদ্ধতির মাধ্যমে হিসাব খুলে জমা করে তাকে 'ব্যাংক হিসাব' বলে।
- আমানতকারীর হিসাবে টাকা যোগ করাকে ক্রেডিট করা বলে এবং বিয়োগ করাকে ডেবিট করা বলে।
- যে হিসাবের মাধ্যমে আমানতকারীকে চাওয়ামাত্র তার আমানতের টাকা পরিশোধ করা হয় তাকে চলতি হিসাব বলে। আমানতকাররা ব্যাংক চলাকালীন সময়ে যতবার খুশি চেক কেটে তার আমানতের টাকা উত্তোলন করতে পারে।
- সাধারণত নির্দিষ্ট এবং স্থির আয়ের লোকজন সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে ব্যাংকে যে হিসাব খোলে তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলা হয়। যেমন: গৃহ সঞ্চয়ী হিসাব, স্কুল সঞ্চয়ী হিসাব, মহিলা সঞ্চয়ী হিসাব, শ্রমিক সঞ্চয়ী হিসাব ইত্যাদি। ব্যাংক চলাকালীন সময়ে যতবার খুশি এই হিসাবে টাকা জমা দেওয়া যায়, কিন্তু সপ্তাহে দুইবারের বেশি টাকা তোলা যায় না।
- আমানতকারীরা ব্যাংকের যে হিসাবে এক সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আমানত হিসাবে জমা দেয় এবং ঐ নির্দিষ্ট সময়ের আগে না উঠানোর জন্য অঙ্গীকার করে তাকে স্থায়ী হিসাব বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন

১. যে হিসাবের মাধ্যমে আমানতকারীকে চাওয়ামাত্র তার আমানতের টাকা পরিশোধ করা হয় তাকে বলে
ক) চলতি হিসাব খ) সঞ্চয়ী হিসাব
গ) স্থায়ী হিসাব ঘ) কোনটিই নয়

২. সাধারণত নির্দিষ্ট এবং স্থীর আয়ের লোকজন সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে ব্যাংকে যে হিসাব খোলে তাকে বলা হয়
ক) চলতি হিসাব খ) সঞ্চয়ী হিসাব
গ) স্থায়ী হিসাব ঘ) কোনটিই নয়

৩. আমানতকারীরা ব্যাংকের যে হিসাবে একসঙ্গে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আমানত হিসাবে জমা দেয় তাকে বলে-
ক) সঞ্চয়ী হিসাব খ) স্থায়ী হিসাব
গ) চলতি হিসাব ঘ) কোনটিই নয়

৪. দেশীয় নাগরিক বিদেশে অবস্থানকালে দেশের কোন ব্যাংকের শাখায় যে সঞ্চয়ী বা স্থায়ী হিসাব খোলে তাকে বলে-
ক) বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব খ) ঋণ আমানত হিসাব
গ) অনাবাসিক হিসাব ঘ) কোনটিই নয়

৫. চলতি আমানত হিসাবে আমানতকারী সপ্তাহে কতবার টাকা উত্তোলন করতে পারে?
ক) একবার খ) দুইবার
গ) চারবার ঘ) যতবার খুশি

৬. সঞ্চয়ী হিসাবের আমানতকারী সপ্তাহে কতবার টাকা তুলতে পারে?
ক) একবার খ) দুইবার
গ) যতবার খুশি ঘ) কোনটিই নয়

৭. স্থায়ী হিসাবের আমানতকারী সপ্তাহে কতবার টাকা তুলতে পারে?
ক) একবার খ) দুইবার
গ) যতবার খুশি ঘ) কেবলমাত্র মেয়াদ শেষে

৮. স্থায়ী হিসাবে আমানতের ক্ষেত্রে মেয়াদের পরিমাণ যত বেশি হয় সুদের হার-
ক) তত বেশি হয় খ) তত কম হয়
গ) একই থাকে ঘ) কোনটিই নয়

পাঠ- ২ বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী ও প্রদত্ত সেবাসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজের শ্রেণীবিভাগ করতে পারবেন
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রতিনিধিত্বমূলক (Agency Services) কাজের বিবরন দিতে পারবেন
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাধারণ জনকল্যাণমূলক কাজ (General Utility Services) -এর বর্ণনা দিতে পারবেন
- বাণিজ্যিক ব্যাংক তথ্যবিষয়ক কি কি সেবা দেয় তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে পারবেন
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত সেবার বর্ণনা দিতে পারবেন
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাণিজ্যিক ব্যাংকের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজের শ্রেণীবিভাগ

আমানত সংগ্রহ করা ও ঋণ দেওয়ার মধ্য দিয়েই বাণিজ্যিক ব্যাংক তথা ব্যাংক ব্যবস্থার যাত্রা শুরু হলেও ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়নের সাথে সাথে ব্যাংক ব্যবস্থায় যেমন বিশেষায়ণ ঘটেছে ঠিক তেমনি এর কাজের প্রকৃতিতেও যোগ হয়েছে নতুন মাত্রা। আধুনিক বিশ্বে ব্যবসা বাণিজ্যের বহুমুখী চাহিদা পূরণের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক যেসব কাজ করে থাকে তাকে মূলত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমনঃ সাধারণ কার্যাবলী, প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলী, সেবামূলক কার্যাবলী এবং অন্যান্য কার্যাবলী।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের এই বহুমুখী কাজগুলোকে নিচের ছকের সাহায্যে প্রকাশ করা হলো।

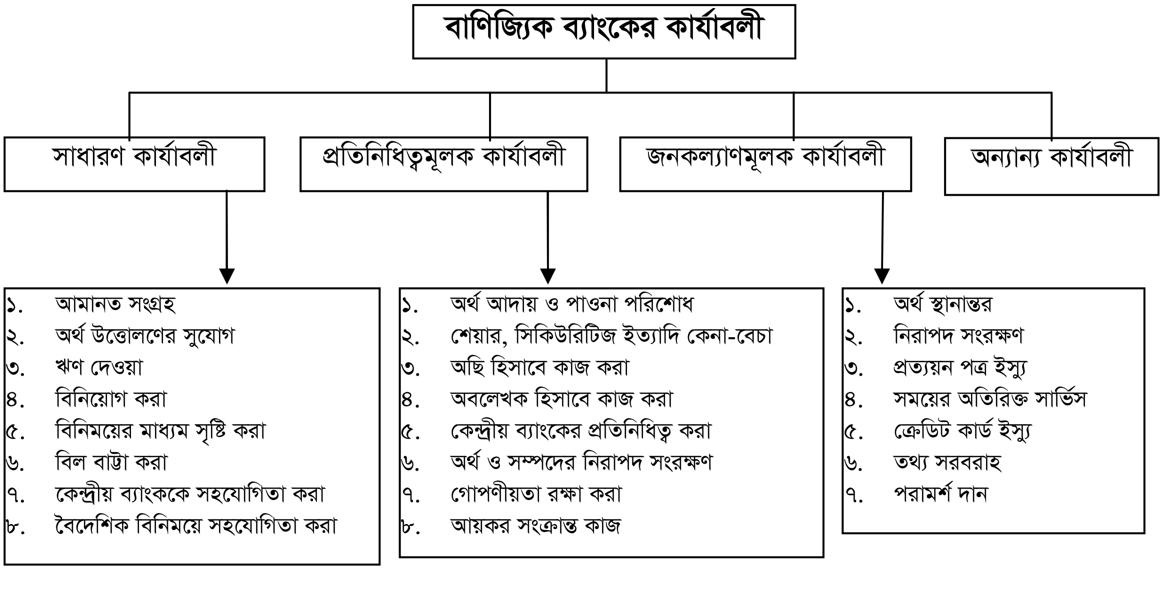

বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলী

বাংলাদেশের ১৮৭২ সালের চুক্তি আইনের ১৮২ ধারায় বলা হয়েছে যে, অন্যের পক্ষে কাজ করার জন্য বা তৃতীয় পক্ষের সাথে লেনদেন করা ও প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রতিনিধি বলে। অতএব মক্কেলের পক্ষে ব্যাংক যেসব কাজ করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রতিনিধিত্বমূলক কাজ বলে। মক্কেলদের আস্থা অর্জন করে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যে ধরনের প্রতিনিধিত্বমূলক কাজ করে তা নিচে বর্ণনা করা হলো।

১. **অর্থ আদায় ও পাওনা পরিশোধঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক মক্কেলদের পক্ষে চেক, ড্রাফ্‌ট্ ও বিভিন্ন ধরনের বিলের অর্থ কমিশন বা সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে আদায় করে মক্কেলের হিসাবে জমা করে। যেমন অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ব্যাংক ছাত্র বেতন

ও ফিস সংগ্রহ করে। এছাড়াও বাণিজ্যিক ব্যাংক মক্কেলের পক্ষে বিভিন্ন ধরনের বিনিময় বিলের অর্থ, বাড়ি ভাড়া, ও অন্যান্য বিল পরিশোধ করে।

২. **শেয়ার বা সিকিউরিটিজ কেনা-বেচা:** বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার, স্টক, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি বিক্রি করে। বর্তমানে কোম্পানীগুলোর প্রাথমিক শেয়ার কেনার প্রধান মাধ্যমই হলো বাণিজ্যিক ব্যাংক। এছাড়া সরকারী সিকিউরিটিজ, বন্ড, ইত্যাদি কেনা-বেচায় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সহায়তা করে।

৩. **অছি বা ট্রাষ্টি হিসাবে কাজ:** বাণিজ্যিক ব্যাংক মক্কেলদের অছি বা ট্রাষ্টি হিসাবে তাদের সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করে। এছাড়াও এই ব্যাংক জিম্মাদার হিসাবে মৃত মক্কেলের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও ওয়ারিশদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে দেয়।

৪. **অবলেখক হিসাবে কাজ:** বাণিজ্যিক ব্যাংক নতুন কোম্পানীর অবলেখক হিসাবে শেয়ার বা ঋণপত্র বিক্রির দায়িত্ব গ্রহণ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাংক নিজেই এই সব শেয়ার কিনে নতুন কোম্পানীগুলোকে অর্থ যোগান দেয়।

৫. **কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বা অন্যান্য ব্যাংকের প্রতিনিধিত্ব করা:** কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শাখার সংখ্যা সীমিত হওয়ায় অনেক সময় বাণিজ্যিক ব্যাংকের উপর নিকাশ ঘরের দায়িত্ব ন্যাস্ড় করা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষে অনেক সময় এই ব্যাংক ট্রেজারী বিল, বন্ড, সিকিউরিটি ইত্যাদি কেনা বেচা করে থাকে।

৬. **অর্থ ও সম্পদের নিরাপদ সংরক্ষণ:** বাণিজ্যিক ব্যাংক মক্কেলের কাছ থেকে সংগ্রহ করা আমানতের অর্থ নিরাপদে সংরক্ষণ করে এবং মক্কেলের বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান সম্পদ যেমন, গহনাপত্র, মূল্যবান দলিল, বন্ড, শেয়ার ইত্যাদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। এজন্য বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো লকার ভাড়া দেয়।

৭. **গোপণীয়তা রক্ষা:** ব্যাংক মক্কেলের অর্থে সর্বোচ্চ গোপণীয়তা রক্ষা করে। তাই মক্কেল ছাড়া অন্য কাউকেই হিসাবের ব্যালান্স ও লেনদেন সম্পর্কে তথ্য দেয় না। তবে সরকার অথবা অন্য কোন যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে এই তথ্য প্রকাশ করতে দেখা যায়।

৮. **আয়কার সংক্রান্ত কাজ:** কখনো কখনো ব্যাংক তার মক্কেলের পক্ষে আয়কর রিটার্ণ, তৈরী, দালিখ, আয়করের অর্থ জমাদান এবং অতিরিক্ত কর প্রদত্ত্ব হয়ে থাকলে তা সংগ্রহসহ মক্কেলের যাবতীয় আয়কর সংক্রান্ত কাজ করে থাকে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাধারণ জনকল্যাণমূলক কার্যাবলী

আমানত সংগ্রহ ও ঋণ দান বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কাজ হলেও বর্তমান কালে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য এবং মক্কেলের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের সেবামূলক কাজও করে থাকে। এসব কাজের মধ্য দিয়ে ব্যাংক একদিকে যেমন কমিশন বা চার্জ আদায় করে অন্যদিকে তেমনি মক্কেলদের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ, ঋণ দান ইত্যাদি মুখ্য ব্যবসায়ীক কাজ পেতেও সহায়ক হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকের এই সেবামূলক কাজগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

১. **অর্থ স্থানান্তর:** বিভিন্ন কারণেই মক্কেলদের একস্থান থেকে অন্যস্থানে অর্থ স্থানান্তরের প্রয়োজন হয়। ব্যাংক ড্রাফ্ট, ট্রাভেলার্স চেক, নোট, ভ্রাম্যমাণ প্রত্যয়ন পত্র ইত্যাদি দলিল ইস্যু করে বাণিজ্যিক ব্যাংক মক্কেলের অর্থ দেশ বিদেশে স্থানান্তর করতে অথবা অন্য স্থান থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে মক্কেলদের সহায়তা করে।

২. **নিরাপদ সংরক্ষণ:** বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো শুধুমাত্র মক্কেলদের আমানতেরই নিরাপদ সংরক্ষণ করে না, বরং মক্কেলদের সুবিধার্থে তাদের মূল্যবান সম্পদ যেমন, সোনা, হীরা, মূল্যবান দলিল, বন্ড, সিকিউরিটিজ ইত্যাদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। এজন্য ব্যাংকের অনেক শাখায় লকার ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে।

৩. **প্রত্যয়ন পত্র ইস্যু:** বাণিজ্যিক ব্যাংক বিদেশ থেকে পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে আমদানীকারকের পক্ষে ও রপ্তানীকারকের অনুকূলে প্রত্যয়ন পত্র বা এলসি খুলে থাকে। এই এলসির মাধ্যমে ব্যাংক রপ্তানীকারককে তার পণ্যের মূল্য প্রাপ্তির বিষয়ে আমদানীকারকের পক্ষে নিশ্চয়তা প্রদান করে।

৪. **সময়ের অতিরিক্ত সার্ভিস:** সাধারণ ব্যাংকিং সময়ের বাইরেও যেসকল ব্যবসায়ী বা মক্কেল প্রচুর পরিমাণ আর্থিক লেনদেন করেন তাদের অর্থের নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য ব্যাংক সান্ধ্যকালীণ ব্যাংকিং সুবিধা ও ২৪ ঘন্টা ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করে। এটিএম বুথ স্থাপনের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং প্রদ্ধতিতে একজন মক্কেল যে কোন সময়েই টাকা উত্তোলণ করতে পারে।

৫. **ক্রেডিট কার্ড ইস্যু:** ব্যাংক তার মক্কেলদের নির্দিষ্ট হোটেল, দোকান বা বাজার থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ড় লেনদেন বাকিতে সম্পন্ন করতে ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করে থাকে। এক্ষেত্রে বিক্রেতা নির্দিষ্ট সময় পরে তার ক্রেডিট কার্ডের বিনিময়ে বিক্রিত পণ্যের মূল্য ব্যাংক থেকে সংগ্রহ করে। অন্যদিকে ব্যাংক ক্রেডিট কার্ডের গ্রাহককে একটি মাসিক বিবরণী পাঠায় যেখানে জমার অতিরিক্ত ঋণ নিলে তার জন্য ব্যাংকে কি পরিমাণ চার্জ দিতে হবে তা উল্লেখ থাকে। এতে গ্রাহকদের নগদ টাকা বহন করতে হয় না এবং প্রয়োজনের সময় ব্যাংক ঋণ পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৬. **তথ্য সরবরাহ:** বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের অর্থ ও ঋণের বিষয়ে মক্কেলদেরকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়ীক তথ্য পরিবেশন করে থাকে। এই তথ্য ব্যবসায়ীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হয়। এছাড়াও প্রয়োজনে ব্যাংক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সরকারের কাছে মক্কেল সম্পর্কে তথ্য দিয়ে থাকে। মক্কেলের আর্থিক স্বচ্ছলতা বিষয়েও এই ব্যাংক সনদ দিয়ে থাকে।

৭. **পরামর্শ দান:** বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের গতি প্রকৃতি ও দেশের বিনিয়োগ পরিবেশ সম্পর্কে মক্কেলদেরকে পরামর্শ দেয়। অনেক সময় ব্যাংকের বিনিয়োগ বিশ্লেষকগণ মক্কেলদের শেয়ার কেনা বেচায় পরামর্শ দিয়ে থাকে। ব্যাংকের আইন বিশেষজ্ঞগণ সম্পত্তির মালিকাণা ও দখল ও আয়কর সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক তথ্য বিষয়ক কার্যাবলী

বর্তমান যুগে বাণিজ্যিক ব্যাকগুলো বিভিন্ন ধরনের তথ্য সরবরাহ করে মক্কেলদের সেবা দিয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিভিন্ন তথ্য সরবরাহের পাশাপাশি দেশীয় ব্যবসার ক্ষেত্রেও ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করে থাকে। নিচে ব্যাংকের তথ্য বিষয়ক সেবাগুলো আলোচনা করা হলো ঃ

১. **আর্থিক স্বচ্ছলতা সম্পর্কে তথ্য প্রদান:** বাণিজ্যিক ব্যাংক তার মক্কেলের আর্থিক স্বচ্ছলতা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তথ্য সরবরাহ করে থাকে। আমাদের দেশে টেন্ডার জমা দেওয়া, ভিসার আবেদন, কোন প্রতিষ্ঠানের তালিকাভূক্তি, লাইসেন্স সংগ্রহ করা ইত্যাদি কাজে আর্থিক স্বচ্ছলতার সনদপত্র জমা দিতে হয়। ব্যাংক তার মক্কেলের পক্ষে এজাতীয় আর্থিক স্বচ্ছলতার সনদ দিয়ে থাকে। এছাড়াও অন্য কোন প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় ব্যাংক, সরকার বা আদালতের অনুরোধে/ আদেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো মক্কেল সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করে থাকে।

২. **কোন ব্যবসায়ী সম্পর্কে তথ্য প্রদান:** ব্যবসায়ীক সম্পর্ক স্থাপনের আগে অনেক সময় সম্ভাব্য ব্যবসায়ী সম্পর্কে তথ্য জানার প্রয়োজন পড়ে। দেশে বিদেশে ব্যাংকের শাখা বা প্রতিনিধি ব্যাংক থাকার কারণে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ইচ্ছা করলে এ ধরণের তথ্য সংগ্রহ ও তার মক্কেলকে সরবরাহ করতে পারে।

৩. **পরিচয়পত্র ইস্যু:** ব্যাংকের কোন মক্কেল যদি বিদেশে তার ব্যবসায় সম্প্রসারণ করতে চায় এবং এ কারণে তার মক্কেলের যদি পরিচয় পত্রের দরকার হয় তবে বাণিজ্যিক ব্যাংক তা ইস্যু করতে পারে। এছাড়াও ব্যাংক তার বিদেশের শাখা বা প্রতিনিধি ব্যাংককে ঐ মক্কেলের সাথে বিদেশের ব্যবসায়ীদের পরিচয় করে দেওয়ার জন্য এবং সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করে।

৪. **আইনগত তথ্য সরবরাহ:** ব্যাংকের কোন মক্কেল অন্য কোন দেশে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে ঐ দেশের আইন সম্পর্কে তথ্য জানার প্রয়োজন পড়ে। এক্ষেত্রে ব্যাংক তার মক্কেলের পক্ষে বিদেশের শাখা বা প্রতিনিধি ব্যাংকের মাধ্যমে আইনগত তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করে।

৫. **বুলেটিন প্রকাশ:** অনেক সময় ব্যাংক দেশ বিদেশের ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরে বুলেটিন প্রকাশ করে। এই বুলেটিন বিভিন্ন পণ্য সামগ্রীর বাজার ও চাহিদা সম্পর্কে এবং ব্যবসার উন্নয়নে করণীয় সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রকাশ করে। কিছু কিছু ব্যাংক মুদ্রা বাজারের উপর daily alert প্রকাশ করে।

বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত সেবামুলক কাজ

আজকাল বৈদেশিক বাণিজ্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের উপরে বিশেষভাবে নির্ভরশীল। পণ্য আমদানী ও রপ্তানির ক্ষেত্রে অর্থ যোগান দেওয়া থেকে শুরু করে লেনদেনের নিস্পত্তি পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের সেবা দিয়ে থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের এসকল সেবা নিচে আলোচনা করা হলো:

১. **প্রত্যয়ন পত্র ইস্যু:** আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আজকাল আর নগদ লেনদেনে হয় না, বরং বিশেষভাবে প্রত্যয়নপত্রের উপর নির্ভরশীল। রপ্তানিকারক পণ্য পাঠানোর আগে তার পণ্যের মূল্য পাবে মর্মে নিশ্চিত হতে চায়। এজন্য রপ্তানিকারক তার অনুকূলে কোন ব্যাংক থেকে পাওনা প্রাপ্তির একটি নিশ্চয়তা পত্র বা প্রত্যয়ন পত্র পাঠানোর জন্য আমদানীকারককে নির্দেশ দেয়। তাই আমদানীকারক তার ব্যাংক থেকে এ ধরনের একটি প্রত্যয়ন পত্র সংগ্রহ করে রপ্তানিকারকের কাছে পাঠায়। এভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো আমদানীকারকের পক্ষে রপ্তানিকারকের অনুকূলে প্রত্যয়ন পত্র ইস্যু করে বৈদেশিক বাণিজ্যে সহযোগিতা করে থাকে।

২. **অর্থ সংস্থান:** বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বৈদেশিক বাণিজ্যে বিভিন্নভাবে আগাম অর্থ সংস্থান করেও সহযোগিতা করে থাকে। যেমন রপ্তানিকারক পণ্য শিপমেন্টের পর প্রাপ্য বিল বা ক্রেডিট এ্যাডভাইস তার ব্যাংকে আগাম বিক্রি করে বা বাট্টা করে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। আমাদের গার্মেন্টস ব্যবসায় এ ধরনের অর্থ সংস্থানের প্রচলন সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়।

৩. **বিনিময় বিলের স্বীকৃতি ও পরিশোধ:** রপ্তানিকারক পণ্য শিপমেন্টের পর জাহাজি দলিল সহ যে বিল আমদানীকারক বা তার ব্যাংকের বরাবরে পাঠায়, মেয়াদী বা চাহিবামাত্র দেয় বিল হলে আমদানীকারকের ব্যাংক ঐ বিলে স্বীকৃতি দিয়ে থাকে এবং এরপর মেয়াদ পূর্ণ হলে ঐ ব্যাংক অর্থ পরিশোধ করে।

৪. **বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ:** অনেক সময় রপ্তানিকারক পণ্য বিক্রির সময় সরাসরি বৈদেশিক মুদ্রা তার প্রতিনিধি ব্যাংক বরাবর পাঠানোর জন্য আমদানীকারককে নির্দেশ দেয়। এক্ষেত্রে আমদানীকারকের পক্ষে বাণিজ্যিক ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ ও পরিশোধ করে।

৫. **দলিলপত্র হস্তান্তর:** বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যাংক শুধুমাত্র লেনদেনেই সহযোগিতা করে না, আমদানীকারক ও রপ্তানিকারক উভয়ের মধ্যে যে দলিলপত্র আদান প্রদানের প্রয়োজন হয় উভয়ের ব্যাংক তা হস্তান্তরে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেয়। যেমন আমদানীকারকের ব্যাংক ফরমায়েশপত্র, প্রত্যয়নপত্র ইত্যাদি রপ্তানিকারক বা তার ব্যাংক বরাবর পাঠায়. আবার রপ্তানিকারক বা তার ব্যাংকের কাছ থেকে বিভিন্ন জাহাজি দলিল যেমন চালান রশিদ, বীমাপত্র ইত্যাদি সংগ্রহ করে।

৬. **বাজার সম্প্রসারণ:** বাণিজ্যিক ব্যাংক তার মক্কেলকে বিদেশে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বাজার সম্প্রসারণে সহযোগিতা করে। বিদেশী শাখার মাধ্যমে অন্য দেশের ব্যবসায়ীর সাথে ব্যবসায়ীক সম্পর্ক গড়ে তুলে ব্যাংক মক্কেলদের বাজার সম্প্রসারণে সহযোগিতা করে। এছাড়াও আমদানী প্রতিনিধি হিসাবে বিদেশ থেকে পণ্য আমদানীতেও ব্যাংক আমদানীকারককে সহযোগিতা করে।

৭. **তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ:** বিদেশের বাজারে মক্কেলের পণ্যের চাহিদা, প্রতিযোগিতার ধরণ, বিদেশী ক্রেতাদের পছন্দ, পণ্যের দাম ইত্যাদি বিষয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংক তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করে থাকে। এছাড়াও মক্কেলদের প্রতিনিধি হিসাবে বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন বিদেশী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে।

সবশেষে বলা যায়, বাণিজ্যিক ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লেনদেনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্নভাবে আমদানীকারক ও রপ্তানিকারকের মধ্যে মধ্যস্ততাকারীর ভূমিকা পালন করে।

বর্তমান যুগে কোন একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি হলো সেদেশের শিল্প ও বাণিজ্য। এই শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়নের সাথে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা সরাসরি জড়িত। বিভিন্নভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো দেশের বিনিয়োগ, উৎপাদন, অর্থ ব্যবস্থা, ইত্যাদিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাণিজ্যিক ব্যাংকের এই ভূমিকা নিচে আলোচনা করা হলো:

১. **সঞ্চয় সংগ্রহ ও মূলধন গঠন:** বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগণের কাছে পড়ে থাকা ছোট ছোট সঞ্চয় আমানত হিসাবে সংগ্রহ করে বড় ধরনের মূলধণ গঠন করে। এই মূলধণের পরিমাণের উপর দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়ন নির্ভর করে।

২. **ঋণ দান:** বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানত হিসাবে সংগৃহীত অর্থের একটি অংশ লাভজনক খাতে ঋণ হিসাবে দিয়ে থাকে। সারা বিশ্বে সাধারণ ভোক্তা থেকে শুর করে বড় বা মাঝারি ব্যবসায় ঋণ পাওয়ার একটি প্রধান উৎস হলো বাণিজ্যিক ব্যাংক। ঋণ প্রাপ্তির পরিমাণ ও কত সহজে এই ঋণ পাওয়া যায় তার উপরে দেশের উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভরশীল।

৩. **বিনিয়োগ:** আমানত হিসাবে সংগৃহীত অর্থ ঋণ হিসাবে দেওয়া ছাড়াও লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করা হয়। এই বিনিয়োগ দেশে নতুন শিল্পের সৃষ্টি এবং দেশের কাঁচামাল ব্যবহারের নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করে, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে খুবই জররী।

৪. **বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি:** ব্যবসায়ীক লেনদেনকে আরও সহজ করার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক চেক, ড্রাফ্ট্, বিনিময় বিল ইত্যাদি ইস্যু করে বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে। ফলে দেশে অর্থনৈতিক লেনদেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং উন্নয়ন গতিশীল হয়।

৫. **আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সম্প্রসারণ:** সহজ শর্তে ঋণ দান, অর্থের নিরাপদ সংরক্ষণ ও স্থাপনান্তর, শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রি ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে ব্যাংক আভ্যন্ড়রীণ বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহযোগিতা করে থাকে।

৬. **আন্তর্জাতিক ব্যবসায় সহযোগিতা:** মক্কেলের পক্ষে প্রত্যয়ন পত্র ইস্যু করা, বিনিময় হার নির্ধারণ করা এবং আমদানী পণ্যের মূল্য পরিশোধ করা ইত্যাদি সুবিধা দেওয়ার মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহযোগিতা করে থাকে।

৭. **অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা:** অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে ঋণ নিয়ন্ত্রণ কৌশল প্রণয়ন করে থাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক তা মেনে চলে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় সহযোগিতা করে। যেমন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশ অনুযায়ী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কোন বিশেষ খাতে ঋণ দেয় বা ঋণ উঠিয়ে নেয়।

৮. **মক্কেলের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ:** মক্কেলের পক্ষে ব্যাংক বিভিন্ন চেক, ড্রাফ্ট্ ইত্যাদির অর্থ সংগ্রহ করে এবং বিভিন্ন বিল, কর, বীমা প্রিমিয়াম ইত্যাদি পরিশোধ করে। এছাড়াও মক্কেলের পক্ষে শেয়ার, সিকিউরিটিজ, ঋণপত্র ইত্যাদি কেনা বেচা করে।

৯. **মক্কেলের উপদেষ্টা হিসাবে কাজ:** মক্কেলের উপদেষ্টা হিসাবে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ব্যবসা সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করে থাকে। এতে বিশেষ করে নতুন ব্যবসায়ীগণ খুবই উপকৃত হন।

১০. **অর্থ স্থানান্তরে সহযোগিতা:** বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যাংক ড্রাফ্ট্, চেক ইত্যাদির মাধ্যমে মক্কেলের অর্থ খুব সহজে এবং নিরাপদে এক যায়গা থেকে অন্য যায়গায় স্থানান্তর করতে সহযোগিতা করে। ফলে নগদ অর্থ লেনদেনের ঝুঁকি অনেক কমে যায়।

১১. **কর্মসংস্থান সৃষ্টি:** বাণিজ্যিক ব্যাংকের অর্থায়ণে নতুন নতুন শিল্প কারখানা গড়ে উঠায় শিল্প প্রতিষ্ঠানে অনেক লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। ব্যাংকের নিজস্ব প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংকিং খাতেও অনেক মানুষের চাকুরীর সুযোগ হয়। ফলে বেকারত্ব কমে যায়।

১২. **সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা:** বাণিজ্যিক ব্যাংক মক্কেলদের অর্থ ও মূল্যবাণ সম্পদের নিরাপদ সংরক্ষণের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করে।

১৩. **সরকারের আর্থিক নীতি বাস্ড়বায়ন:** মুদ্রা বাজারের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসাবে বাণিজ্যিক ব্যাংক সরকারের আর্থিক নীতি বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সহযোগিতা করে থাকে।

১৪. **জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন:** বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ব্যবসা বাণিজ্যে ঋণ সরবরাহ ও বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের উৎপাদনকে সচল রাখে। এতে জাতীয় উৎপাদন ও জাতীয় আয় বেড়ে যায় এবং সামগ্রীকভাবে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

১৫. **সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন:** বাণিজ্যিক ব্যাংক শুধুমাত্র বড় শহর বা বাণিজ্যিক কেন্দ্রেই তার শাখা প্রতিষ্ঠা করে না বরং দেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে শাখা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশব্যাপী সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করে।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাণিজ্যিক ব্যাংকের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। আসলে বাণিজ্যিক ব্যাংকই দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের গতি বাড়ায় ও পরিধি সম্প্রসারণ করে। মুদ্রা বাজারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসাবে অর্থনীতির সকল পর্যায়ে এর প্রত্যক্ষ ভূমিকা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে গতিশীল করে।

পাঠ সংক্ষেপ: ২.২

- ব্যবসা বাণিজ্যের বহুমুখী চাহিদা পূরণের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক যেসব কাজ করে থাকে তাকে মূলত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন ঃ সাধারণ কার্যাবলী, প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলী, সেবামূলক কার্যাবলী এবং অন্যান্য কার্যাবলী।
- মক্কেলের পক্ষে ব্যাংক যেসব কাজ করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রতিনিধিত্বমূলক কাজ বলে, যেমন মক্কেলের পক্ষে অর্থ আদায় ও পাওনা পরিশোধ করা, শেয়ার বা সিকিউরিটিজ কেনা-বেচা করা, অছি বা ট্রাষ্টি হিসাবে কাজ করা, অবলেখক হিসাবে কাজ করা, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বা অন্যান্য ব্যাংকের প্রতিনিধিত্ব করা, মক্কেলের অর্থ ও সম্পদের নিরাপদ সংরক্ষণ করা, মক্কেলের হিসাবের গোপণীয়তা রক্ষা করা, মক্কেলের আয়কার সংক্রান্ত কাজে সহায়তা করা ইত্যাদি।
- বাণিজ্যিক ব্যাংক তথ্য সম্পর্কিত যে সমস্ত সেবা দিয়ে থাকে তার মধ্যে রয়েছে মক্কেলের আর্থিক স্বচ্ছলতা সম্পর্কে সনদ দেওয়া, মক্কেলের চাহিদা অনুযায়ী কোন ব্যবসায়ী সম্পর্কে তথ্য দেওয়া, মক্কেলের পরিচয়পত্র ইস্যু করা, মক্কেলকে ব্যবসায়ীক আইনগত তথ্য সরবরাহ করা, ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত বুলেটিন প্রকাশ করা ইত্যাদি।
- বাণিজ্যি ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কিত যেসব সেবা দিয়ে থাকে তার মধ্যে আছে মক্কেলের পক্ষে প্রত্যয়ন পত্র ইস্যু করা, বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থ সংস্থান করা, মক্কেলের বিনিময় বিলে স্বীকৃতি দেওয়া ও পরিশোধ করা, বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করা, আমদানী-রপ্তানি সম্পর্কিত দলিল হস্তান্তর করা, মক্কেলের পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করা ও বাজার সম্প্রসারণে সহযোগিতা করা ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন

১. বাণিজ্যিক ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসাবে কোন কোন দায়িত্ব পালন করে ?
ক) নিকাশ ঘরের দায়িত্ব
খ) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষে বন্ড, সিকিউরিটিজ ইত্যাদি কেনা বেচা করে
গ) উভয় কাজই করে
ঘ) কোনটিই নয়

২. বাণিজ্যিক ব্যাংক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমদানীকারকের পক্ষে রপ্তানিকারককে তার পূর্ণ মূল্য প্রাপ্তির বিষয়ে যে নিশ্চয়তা পত্র দেয় তাকে কি বলে ?
ক) ভ্রাম্যমাণ চেক খ) প্রত্যয়ন পত্র বা এল.সি.
গ) ব্যাংক ড্রাফ্ট্ ঘ) কোনটিই নয়

৩. নিচের কোন কাজটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের তথ্য সম্পর্কিত সেবা নয় ?
ক) আর্থিক সচ্ছলতা সম্পর্কে তথ্য প্রদান খ) বিদেশী ব্যবসায়ী সম্পর্কে তথ্য প্রদান
গ) পরিচয় পত্র ইস্যু করা ঘ) আয়কর সম্পর্কিত কাজ করা

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ২.১

১. ক ২. খ ৩. খ ৪. গ ৫. ঘ ৬. খ ৭. ঘ ৮. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ২.2

১. গ ২. খ ৩. ঘ

ক) রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১. ব্যাংক হিসাব কাকে বলে? বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক হিসাব আলোচনা কর।
২. বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলীকে কত ভাগে ভাগ করা যায়? একটি ছকের সাহায্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী দেখাও।
৩. বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলী আলোচনা কর।
৪. বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাধারণ জনকল্যাণমূলক কার্যাবলী আলোচনা কর।
৫. বাণিজ্যিক ব্যাংকের তথ্য বিষয়ক কার্যাবলী আলোচনা কর।
৬. বাণিজ্যিক ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ড় যে সেবামূলক কাজ করে থাকে তা আলোচনা কর।
৭. একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা আলোচনা কর।

খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. চলতি হিসাব কাকে বলে? এই হিসাবের আমানতকারীরা সপ্তাহে কতবার টাকা উত্তোলণ করতে পারে?
২. সঞ্চয়ী হিসাব কাকে বলে? বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয়ী হিসাব সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৩. চলতি হিসাবের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো উল্লেখ কর।
৪. সঞ্চয়ী হিসাবের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো উল্লেখ কর।
৫. স্থায়ী হিসাবের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো উল্লেখ কর।